কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

২০১৯-এর ডব্লিউ. পি. এ ১৮১২১

শীতল কুমার বিশ্বাস এবং অন্যান্যরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা

সহ

২০১৮-এর ডব্লিউ. পি. এ ৪২৫৬

আই. এ. ২০১৯-এর সি. এ. এন ১ (২০১৯-এর পুরনো নম্বর সি. এ. এন ৬২১৫)

শেখর চৌধুরী এবং অন্যান্যরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা

সহ

২০১৮-এর ডব্লিউ. পি. এ ৪২৫৭

আই. এ. ২০১৯-এর সি. এ. এন ১ (২০১৯-এর পুরনো নম্বর সি. এ. এন ৬২১৬)

শিপ্রা বেরা ও অন্যান্যরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীদের জন্য
(২০১৯-সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৮১২১): শ্রী সৌম্য মজূমদার
শ্রী ভিক্টর চ্যাটার্জি..... আইনজীবী

আবেদনকারীদের পক্ষে
(২০১৮ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৪২৫৬-এ)
(২০১৮ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৪২৫৭-এ): শ্রী অরূপ কুমার লাহিড়ী
শ্রী উদয়ন দত্ত
..... আইনজীবী

হাউজিং বোর্ডের পক্ষে আইনজীবীঃ শ্রী অমিতাভ মিত্র
শ্রী শুভদীপ ব্যানার্জি

রাজ্যের পক্ষেঃ শ্রী তপন কুমার মুখার্জি, প্রবীণ বিজ্ঞ আইনজীবী
শ্রী পিনাকি ঢোলে
শ্রীমতী দেবদূতি দত্ত

আবাসন বিভাগের জন্য
(২০১৮ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৪২৫৬-এ) শ্রী সুশান্ত পাল
শ্রী প্রবীর কুমার রায়

রায় সংরক্ষিতঃ ১০.০৫.২০২৩

বিচারঃ **২৫.০৯.২০২৩**

<u>বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য: -</u>

১. এই রিট আবেদনগুলি পশ্চিমবঙ্গ আবাসন বোর্ডের প্রাক্তন কর্মচারীদের (এখন থেকে "বোর্ড" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) আবেদনে দায়ের করা হয়েছে। 2018 সালের WPA 4256 (এখন থেকে 'WP-1' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) একটি রিট আবেদনের জন্য আবেদন করা হয়েছে যাতে বিবাদীদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে রিট আবেদনকারীদের অবসর গ্রহণের সময় সর্বশেষ টানা বেতন কাঠামোর ভিত্তিতে অবসরকালীন সুবিধাগুলি পেতে অনুমতি দেওয়া হোক, ১৯৯০ সালের ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট প্রকল্প এবং ২০০১ সালের পরিবর্তিত ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ১৭.১০.২০১৭ তারিখের মেমো নং ৮৮৩ গ্রুপ-পি১ এবং ২৮ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের মেমো নং ১৫০৫ H2/1M-64/17 এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবাসন বিভাগের আদেশ বাতিল করে।

২. ডবলু পি এ ৪২৫৭/২০১৮ (এরপরে "WP-২" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ফাইল করা হয়েছে ডাব্লু. পি-১-এর মতো অভিন্ন ত্রান দাবি করছে।

৩. ২০১৯ সালের ডব্লিউপিএ ১৮১২১ (এরপরে "ডব্লিউপি-৩" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) আবেদনকারী কর্তৃপক্ষকে বিলম্বিত অর্থপ্রদানের জন্য সুদ এবং এই ধরনের গ্র্যাচুইটি বিলম্বিত প্রদানের কারণে গ্র্যাচুইটির উপর সুদ সহ আবেদনকারীদের অনুমতির বেতন ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে একটি রিট জারি করার অনুরোধ জানিয়ে দায়ের করা হয়েছিল। যেহেতু এই রিট পিটিশনে বিবেচনা করার জন্য আইন ও তথ্যের অভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাই একই অনুরূপভাবে শোনা গিয়েছিল এবং এই ক্রম দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

৪. আবেদনকারীরা বোর্ডের প্রাক্তন কর্মচারী। বোর্ড ২০.১১.১৯৯৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ বোর্ড সভায় রাজ্য সরকারের ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিম (সংক্ষেপে "সিএএস") গ্রহণ করে এবং উক্ত স্কিমের সুবিধাগুলি তার কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়। পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিমটি সংশোধন করা হয় এবং পরিবর্তিত ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট প্রকল্প (সংক্ষেপে "এমসিএএস, ০১") চালু করা হয়। বোর্ড, ২৮.০৬.২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত তার সভায়, বোর্ডের কর্মচারীদের জন্য এমসিএএস ০১ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। আবেদনকারীদের ২০০১ সাল থেকে এমসিএএস ০১ এর সুবিধাগুলি অনুমোদিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ বিভাগ ১৭.১০.২০১৭ তারিখের আদেশ অনুসারে মতামত দিয়েছে যে MCAS, ০১ কোনও উদ্যোগ বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে অনুমোদিত নয় এবং তাই আবাসন বোর্ডের কর্মচারীদের MCAS সুবিধা প্রদানের অনুমতি দেওয়া যাবে না। উক্ত আদেশের মাধ্যমে, বোর্ডকে MCAS, ০১ সুবিধা প্রত্যাহার করে বোর্ডের কর্মচারীদের বেতন পুনর্নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপ-সচিব, আবাসন বিভাগ বোর্ডের কর্মচারীদের বেতন পুনর্নির্ধারণের জন্য ২০.১১.২০১৭ তারিখে বোর্ডের আবাসন কমিশনারকে সম্বোধন করে একটি চিঠি জারি করেছেন। ১৭.১০.২০১৭ তারিখের অর্থ বিভাগের আদেশ এবং ২৮.১১.২০১৭ তারিখের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবাসন বিভাগের উপ-সচিবের দেওয়া চিঠিকে চ্যালেঞ্জ করে, WP-১ এবং WP-২ বোর্ডের প্রাক্তন কর্মচারীদের পৃথক পৃথক দল দায়ের করেছে। WP-3-তে আবেদনকারীরা সুদের সাথে অনুমতির বেতন মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন।

৫. ডব্লিউপি-১ এবং ডব্লিউপি-২-এ আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী লাহিড়ী যুক্তি দিয়েছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আরওপিএ এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধার সুবিধাগুলি বোর্ডের কর্মচারীদের জন্য বাস্তবে প্রযোজ্য হতে পারে না যতক্ষণ না বোর্ড যথাযথভাবে আহূত বৈঠকে এটি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি আরও বলেছিলেন যে বোর্ডের কর্মচারীদের বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধাগুলি প্রদানের দায় সহ তার ব্যয় মেটানোর জন্য বোর্ড পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর নির্ভর করে না। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে বোর্ড তার কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাগুলি প্রদানের জন্য ব্যয় তার নিজস্ব উৎস থেকে পূরণ করে। ২৮.০৬.২০০১-এ অনুষ্ঠিত বোর্ডের বৈঠকের কার্যবিবরণী উল্লেখ করে শ্রী লাহিড়ী বলেন যে, বোর্ড এমসিএএস, ওএল গ্রহণ করেছে এবং উক্ত প্রকল্পের সুবিধা তার কর্মচারীদের মধ্যে প্রসারিত করেছে এবং বোর্ডের কর্মচারীদের বেতন সেই অনুযায়ী সংশোধন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, এমসিএএস, ০১ -এর সুবিধা ভোগ করার পর বেশ কিছু সংখ্যক কর্মচারী চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন এবং তাদের বেতন দেওয়া হয়েছে সর্বশেষ প্রাপ্ত বেতনের ভিত্তিতে তাদের নিজ নিজ অবসরকালীন সুবিধা এমসিএএস, ০১ -এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আরও বলেন যে, ২০০১ সালে রিট আবেদনকারীদের যে এমসিএএস, ০১ -এর সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, তা বছরের পর বছর ধরে প্রত্যাহার করতে

চাওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, যেহেতু রিট আবেদনকারীরা দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে সরকারের কোনও আপত্তি ছাড়াই এমসিএএস, ০১ -এর সুবিধা উপভোগ করছেন, তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এমসিএএস-এর সুবিধা উপভোগ করতে সম্মত হয়েছে। অতএব, শ্রী লাহিড়ীর মতে, রাজ্য এত দীর্ঘ সময় ধরে এমসিএএস-এর সুবিধা উপভোগ করতে সম্মত হয়ে এখন এই সুবিধা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিতে পারে না। এই যুক্তির সমর্থনে তিনি **নারায়ণগড় সমবায় বনাম নারায়ণ রাউথ এবং এ. আই. আর ১৯৭৭ এস. সি ১১২, বলজিৎ সিং এবং অন্যান্যরা বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং** ও অন্যান্য**রা (২০১৯) ৫ এস. সি. সি ৩৩ এবং মো. জামিল আহমেদ বনাম বিহার রাজ্য এবং** ও অন্যান্য **(২০১৬) ১২ এস. সি. সি ৩৪২-এ** রিপোর্ট করা বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে বোর্ডের বেশ কয়েকজন বিদ্যমান কর্মচারী এখনও এম. সি. এ. এস, ও১-এর সুবিধা ভোগ করছেন এবং চ্যালেঞ্জের অধীনে থাকা আদেশটি বিদ্যমান কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কার্যকর করা হয়নি। লাহিড়ী আরও যুক্তি দেখান যে, এমসিএএস, ও১-এর সুবিধাগুলি প্রত্যাহারের আদেশ দেওয়ার আগে আবেদনকারীদের শুনানির সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল কারণ এর গুরুতর দেওয়ানি পরিণতি রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, এমসিএএস, ও১-এর সুবিধাগুলি প্রত্যাহারের আদেশ জারি করার আগে আবেদনকারীদের শুনানির কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে তিনি শেখর ঘোষ বনাম ভারত সরকার এবং (২০০৭) ১ এসসিসি ২৪৭ এবং বালকো ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, মজদুর সংঘ এবং ১ এসসিসি (এলএন্ডএস) ৪৭২-এ রিপোর্ট করা হয়েছে। লাহিড়ী আরও বলেন যে, এমসিএএস, ও১-এর সুবিধা হল পরিষেবার একটি শর্ত। তিনি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ আবাসন বোর্ড আইন, ১৯৭২ (সংক্ষেপে "১৯৭২ আইন") বিশেষ করে এর ৫০ ধারা সরকারকে পরিষেবার শর্ত সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে তিনি উত্তর প্রদেশ রাজ্য বনাম প্রীতম সিং এবং অন্যান্যরা ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন (২০১৪) ১৫ এস. সি. সি ৭৭৪-এ রিপোর্ট করা হয়েছে তিনি আরও বলেন যে দীর্ঘ সময়ের পরে সংশোধন বা সংশোধনের ক্ষমতা অনুমোদিত নয়।

এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে তিনি যুগ্ম কালেক্টর রাঙ্গা রেড্ডি জেলা এবং আরেকজন বনাম ডি. নরসিংহ রাও এবং অন্যান্য-এর ক্ষেত্রে (২০১৫) ৩ এস. সি. সি ৬৯৫-এ রিপোর্ট করা সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে এম. সি. এ. এস, ৩১-এর সুবিধাগুলি মঞ্জুর করার পরে কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর অবসরকালীন সুবিধা থেকে কোনও পুনরুদ্ধার করা থেকে বঞ্চিত/বঞ্চিত। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে তিনি পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম রফিক মসীহ (হোয়াইট ওয়াশার) এবং অন্যান্যরা (২০১৫) ৪ এস. সি. সি. ৩৩৪, টমাস ড্যানিয়েল বনাম কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্যরা ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন। এ. আই. আর ২০২২ এস. সি. ২১৫৩ এবং ইউ. পি. রাজ্য এবং আরেকজন বনাম আপট্রন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, সি. এম. ডি এবং অন্যান্যরা ক্ষেত্রে যা রিপোর্ট করা হয়েছিল (২০০৬) ৫ এস. সি. সি. ৩১৯-এ।

৬. ডব্লিউ. পি-৩-এ আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে শ্রী মজূমদার বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী লাহিড়ীর যুক্তি গ্রহণ করেন।

৭. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী শ্রী তপন কুমার মুখার্জি আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেন। শ্রী মুখার্জি যুক্তি দেন যে বোর্ডের আর্থিক বিষয়গুলির উপর রাজ্য সরকারের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এই যুক্তির সমর্থনে তিনি ১৯৭২ সালের আইনের ২১ ধারায় বর্ণিত বিধানের উপর নির্ভর করেন এবং যুক্তি দেন যে রাজ্য সরকার বোর্ডের বাজেট অনুমোদন বা বাতিল করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। শ্রী মুখার্জি ১৯৭২ সালের আইনের ৫০ ধারার বিধানের উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেন এবং যুক্তি দেন যে রাজ্য সরকার বোর্ডকে নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং এই নির্দেশাবলী মেনে চলা বোর্ডের কর্তব্য। তিনি যুক্তি দেন যে বোর্ডকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়ার সরকারের ক্ষমতার মধ্যে কর্মচারীদের বেতন কাঠামো এবং অন্যান্য পরিষেবা সুবিধা সহ পরিষেবার শর্তাবলী সম্পর্কিত নির্দেশনাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তিনি আরও যুক্তি দেন যে রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত না হলে বোর্ডের কোনও আর্থিক সুবিধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

তিনি আরও যুক্তি দেন যে বোর্ড স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তার কর্মচারীদের জন্য MCAS-০১ এর সুবিধা প্রদান করেছে এবং এই তথ্য অর্থ বিভাগকে জানানো হয়নি। তিনি আরও দাবি করেন যে ১৯৭২ সালের আইনের ৫০ ধারা অনুসারে বোর্ডের কোনও আর্থিক সুবিধা প্রদানের স্বাধীন ক্ষমতা নেই। তাই তিনি দাবি করেন যে যেহেতু বোর্ড কর্তৃক তার কর্মচারীদের জন্য MCAS-০১ এর প্রাথমিক অনুদান রাজ্য সরকারের অনুমোদন ছাড়াই ছিল, তাই বোর্ড সরকারের নির্দেশ অনুসারে কর্মচারীদের বেতন পুনর্নির্ধারণ করতে বাধ্য ছিল। শ্রী মুখার্জি যুক্তি দেন যে যেহেতু আবেদনকারীরা রাজ্যের অনুমোদন ছাড়াই আর্থিক সুবিধা উপভোগ করেছেন, তাই (২০১২) ৮ SCC ৪১৭ এ রিপোর্ট করা চণ্ডী প্রসাদ উনিয়াল এবং অন্যান্যরা বনাম উত্তরাখণ্ড রাজ্য এবং অন্যান্যরা মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আইনের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই অতিরিক্ত অর্থ বেতন থেকে আদায় করা যেতে পারে।

৮. বোর্ডের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী মিত্র বলেন যে, বোর্ডকে ১৯৭২ সালের আইনের ৫০ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা নির্দেশাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, বোর্ডের অধীনে ১২ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে নিযুক্ত কর্মচারীরাও আবাসন বিভাগের মাধ্যমে সময়ে সময়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কর্তৃক জারি করা নির্দেশাবলী দ্বারা পরিচালিত হবে। তিনি আরও বলেন যে, ২৮.১১.২০১৭ তারিখের যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বেতন স্কেল আবাসন বিভাগের নির্দেশে পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। মিত্র আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে ভুল/অনিয়মিত বেতন নির্ধারণের কারণে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান সর্বদা পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে তিনি চণ্ডী প্রসাদ উনিয়ালের (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন।

৯. পক্ষগুলির পক্ষে শিক্ষিত উকিলদের কথা শুনেছেন এবং বিষয়বস্তুগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন ও স্থাপন করা হয়েছে।

১০. পশ্চিমবঙ্গ আবাসন বোর্ড ০৪.১২.১৯৯৫ তারিখের আদেশের অধীনে তার কর্মীদের জন্য আদর্শ প্রশাসন এবং কর্মজীবনের সম্ভাবনা উন্নত করার জন্য ক্যারিয়ার অগ্রগতি প্রকল্প চালু করে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ বিভাগ ১৩.০৩.২০০১ তারিখের স্মারক নং ৩০১৫-এফ এর অধীনে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বিদ্যমান ক্যারিয়ার অগ্রগতি প্রকল্প সংশোধন করেছে। বোর্ড ২৮.০৬.২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত তার সভায় অর্থ বিভাগের আদেশ নং ৩০১৫-এফ এর অধীনে ক্যারিয়ার অগ্রগতি প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবর্তনটি অনুমোদন করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গ আবাসন বোর্ডে এটি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটিও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে পরিবর্তিত ক্যারিয়ার অগ্রগতি প্রকল্প, ০১ ০১.০১.২০০১ থেকে কার্যকর হবে।

১১ এমসিএএস, ৩১-এর সুবিধা সম্প্রসারণের বিষয়টি সহ বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত সুপারিশ করার জন্য বেতন অসঙ্গতি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটি বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করার পরে বোর্ড কর্তৃক গৃহীত নীতিতে কোনও পরিবর্তনের সুপারিশ করেনি। বেতন অসঙ্গতি কমিটির পর্যবেক্ষণ হল অনুসরণ করে-

"এমসিএএস ইত্যাদির সুবিধা সম্প্রসারণ :- বোর্ড কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে বোর্ড ২৮.০৬.২০০১ তারিখের ৩৬৬তম বোর্ড সভায় এই এমসিএএস ইত্যাদির সুবিধা সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করেছে। যেহেতু এটি তৎকালীন সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, বোর্ডের স্বায়ত্তশাসিত ক্ষমতায় গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, তাই এটিকে অবৈধ বলা যাবে না। এই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই অনেক দিন ধরে বাস্তবায়নাধীন এবং কার্যত বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে, বিশেষ নিরীক্ষা এত কথায় এটি বাতিল করার সুপারিশ করেনি। তাছাড়া, এত দীর্ঘ সময় পরে, যদি বাতিলের আশ্রয় নেওয়া হয়, তবুও একটি সম্পূর্ণ অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হবে, বিশেষ করে যখন সংশ্লিষ্ট অনেক কর্মচারী ইতিমধ্যেই এই ধরনের সুবিধা পেয়ে অবসর গ্রহণ করেছেন। বিষয়টি উপরের অনুচ্ছেদ ১ এবং ২-এর বিষয়গুলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, এই কমিটি উক্ত গৃহীত নীতিতে কোনও পরিবর্তনের সুপারিশ করে না।"

১২ এরপরে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ বিভাগ, ১৭.১০.২০১৭ তারিখের আদেশের অধীনে মতামত দিয়েছে যে এমসিএএস, ০১ -কে কোনও উদ্যোগ বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং তাই এমসিএএস সুবিধা আবাসন বোর্ডের কর্মচারীদের দেওয়া যাবে না। অর্থ বিভাগের মতামতের আলোকে, পশ্চিমবঙ্গ আবাসন বিভাগের উপ-সচিব, ২৮.১১.২০১৭ তারিখের একটি লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে আবাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ আবাসন বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন এমসিএএস, ০১ সুবিধা প্রত্যাহার করে পশ্চিমবঙ্গ আবাসন বোর্ডের কর্মচারীদের বেতন পুনর্বিবেচনার জন্য।

১৩. পশ্চিমবঙ্গ আবাসন বোর্ডের কর্মচারীদের বেতন পুনর্নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগের সিদ্ধান্ত এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপসচিবের নির্দেশ, এমসিএএস, ০১ সুবিধা প্রত্যাহার করে, WP-১ এবং WP-২-এ চ্যালেঞ্জের বিষয়বস্তু।

১৪. সংশ্লিষ্ট পক্ষের আবেদন থেকে, এই রিট আবেদনগুলিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়।

(i) ১৯৭২ সালের আইনের বিধান অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ আবাসন বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরির শর্ত নির্ধারণের বিষয়ে নির্দেশ জারি করার এখতিয়ার রাজ্য সরকারের আছে কিনা।

যদি উক্ত প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে পরবর্তী যে বিষয়টি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হবে তা হল -

(ii) পশ্চিমবঙ্গ আবাসন বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্মচারীদের দ্বারা MCAS, ০১ এর সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য নেওয়া অর্থ রিট আবেদনকারীদের কাছ থেকে তাদের অবসরকালীন সুবিধা থেকে আদায় করা যেতে পারে কিনা।

১৫. (i) নম্বর বিষয়টি প্রথমে বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছে।

১৬. পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি আবাসন বোর্ড গঠন এবং এর সাথে সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির জন্য পশ্চিমবঙ্গ আবাসন বোর্ড আইন, ১৯৭২ প্রণয়ন করা হয়েছিল। ১৯৭২ সালের আইনের ধারা ৩(১) অনুসারে বোর্ড গঠিত হয়েছিল। ধারা ৩-এর উপধারা ২-এ বলা হয়েছে যে বোর্ড একটি কর্পোরেট সংস্থা হবে যার স্থায়ী উত্তরাধিকার এবং একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে এবং এর কর্পোরেট নামে মামলা করতে এবং মামলা করা যেতে পারে এবং ১৯৭২ সালের আইনের উদ্দেশ্যে স্থাবর ও অস্থাবর উভয় সম্পত্তি অর্জন এবং ধারণ করতে, চুক্তিতে প্রবেশ করতে এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু করতে সক্ষম হবে। ১৯৭২ সালের আইনের ধারা ৫(১) বোর্ডের গঠনের সাথে সম্পর্কিত। ধারা ৫(১) নীচে উদ্ধৃত করা হল-

"৫. (১) বোর্ড একজন চেয়ারম্যান নিয়ে গঠিত হবে যিনি রাজ্য সরকারের গৃহায়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন ভাইস-চেয়ারম্যান এবং নিম্নলিখিত অন্যান্য সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবে, অর্থাৎ,—

(ক) (i) উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের নগর ও দেশ পরিকল্পনা শাখার ভারপ্রাপ্ত সচিব, পদাধিকারবলে,

(ii) অর্থ বিভাগ, পদাধিকারবলে,

(iii) গৃহায়ন বিভাগ, পদাধিকারবলে,

(iv) গৃহায়ন কমিশনার, পদাধিকারবলে, এবং

(খ) রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আরও পাঁচজন ব্যক্তি:

তবে শর্ত থাকে যে, রাজ্য সরকার তার নিজস্ব দায়িত্বের পাশাপাশি বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করার জন্য একজন পূর্ণকালীন সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে।"

১৭. এইভাবে এটা স্পষ্ট যে বোর্ডটি অন্যান্য বিভাগের সচিব ছাড়াও রাজ্যের অর্থ ও আবাসন বিভাগের সচিবদের পাশাপাশি রাজ্যসরকার দ্বারা নিযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত।

১৮. ধারা ১২ বোর্ডের কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগের সাথে সম্পর্কিত। এর ১ম উপধারায় বলা হয়েছে যে, বোর্ডের একজন কমিশনার থাকবেন যিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং এক বা একাধিক সহকারী আবাসন কমিশনার এবং এমন অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকবেন যা বোর্ড তার কার্যকারিতা দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করতে পারে। ২য় উপধারায় বলা হয়েছে যে আবাসন কমিশনার নিয়োগ রাজ্য সরকার দ্বারা করা হবে এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ রাজ্য সরকার বোর্ড বোর্ড দ্বারা তৈরি করা হবে।

১৯ ১৯৭২ সালের আইনের ১২ নং ধারা বোর্ডকে তার অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করে। ১২ নং ধারায় বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরির শর্ত নির্ধারণের জন্য রাজ্য সরকারকে অনুমোদন দেওয়ার কোনও বিধান নেইঃ বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা দক্ষতার জন্য এর কার্যকারিতার কার্যকারিতা। পরিষেবার শর্ত নির্ধারণের ক্ষমতা হল নিয়োগের ক্ষমতার মধ্যে অন্তর্নিহিত।

২০. ১৯৭২ সালের আইনের ১৭ নং ধারা বোর্ডের ক্ষমতা ও কর্তব্য নিয়ে কাজ করে। বোর্ডের প্রধান কাজ হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জন্য আবাসন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা। উক্ত আইনের ১৭ নং ধারা যা ক্ষমতা এবং বোর্ডের দায়িত্বগুলি এখানে নিচে উদ্ধৃত করা হয়েছে-

১৭. (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড, সময়ে সময়ে, ব্যয় বহন করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে এমন আবাসন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে পারে এবং এই ধরনের আবাসন প্রকল্পে রাজ্য সরকারের অধীনে বা তার দখলে থাকা জমি ও ভবন সম্পর্কিত আবাসন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

(২) রাজ্য সরকার, যে শর্তাবলী আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে, সেই শর্তাবলীতে, যে কোনও আবাসন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পর্ষদের উপর ন্যস্ত করতে পারে এবং বোর্ড সেই অনুযায়ী সেই প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

(৩) বোর্ড, সম্মত শর্তাবলী অনুযায়ী এবং রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে বা কোনও নিয়োগকর্তার পক্ষ থেকে, যে কোনও আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করতে পারে, যা মূলত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতি বা নিয়োগকর্তার কর্মচারীদের বাসস্থানের জন্য, যেমন সমবায় সমিতির সদস্যদের বাসস্থানের জন্য।

২১. ১৯৭২ সালের আইনের ২৬ নং ধারায় বোর্ডের অন্যান্য দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। ধারা ২৬ এখানে নিচে উদ্ধৃত করা হয়েছে-

২৬(১) বোর্ড তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালনা, বরাদ্দ, ইজারা, বিক্রয় বা অন্যথায় পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সেই অনুযায়ী ভাড়া, মূল্য, ক্ষতিপূরণ ও ক্ষয়ক্ষতি আদায় করবে।

(২) বোর্ড হতে পারে,-

(i) রাজ্য সরকারকে প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান করা এবং রাজ্য সরকারের প্রয়োজন হলে আবাসন প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পগুলি পরীক্ষা করা;

(ii) সাধারণভাবে আবাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গবেষণা করে এবং বিশেষ করে স্থানীয় অবস্থার উপযোগী বাড়ি নির্মাণের অর্থনৈতিক পদ্ধতিগুলি খুঁজে বের করে;

(iii) আবাসন সংক্রান্ত সমস্যাগুলির উপর ব্যাপক জরিপ পরিচালনা করে;

(iv) এর জন্য সমস্ত কিছু করুন-

(ক) নির্মাণ সামগ্রীর একীকরণ, সরলীকরণ এবং মানসম্মতকরণ;

(খ) বাড়ির উপাদানগুলির প্রাক-গঠন এবং ব্যাপক উৎপাদনকে উৎসাহিত করা;

(গ) আবাসিক বা অনাবাসিক বাড়ির জন্য নির্মাণ সামগ্রীর আয়োজন বা উৎপাদনের উদ্যোগ;

(ঘ) ভবন নির্মাণের কাজে (এবং নির্মাণ সামগ্রী তৈরির জন্য) প্রশিক্ষিত শ্রমিকদের একটি স্থিতিশীল এবং পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা।

(৩) এই বিষয়ে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, বোর্ড সময়ে সময়ে (এবং কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য) এক বা একাধিক কমিটি নিয়োগ করতে পারে বা কোনও স্থানীয় বা অন্য কর্তৃপক্ষকে তাদের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করতে পারে এবং এই জাতীয় কোনও কমিটি বা স্থানীয় বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ সেই অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে পারে বা (সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে বিবেচনা করে) দায়িত্ব পালন করতে পারে।

২২. মুখার্জি রাজ্যের পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী জোরালোভাবে যুক্তি দেখান যে ১৯৭২ সালের আইনের ৫০ ধারা রাজ্য সরকারকে বোর্ডকে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে এবং এই নির্দেশগুলি মেনে চলা বোর্ডের কর্তব্য। ১৯৭২ সালের আইনের ৫০ ধারা এর সাথে জড়িত বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক হবে। এই রিট পিটিশনগুলি এবং তাই, এটি এখানে পরে বের করা হয়েছে-

"৫০. রাজ্য সরকার বোর্ডকে এই আইনের উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বা সমীচীন বলে মনে করে এমন নির্দেশ দিতে পারে। এই নির্দেশগুলি মেনে চলা বোর্ডের কর্তব্য হবে।"

২৩. ১৯৭২ সালের আইনের ৫০ ধারা অনুসারে রাজ্য সরকার বোর্ডকে এমন নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে যা তাদের মতে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় বা সমীচীন। ১৯৭০ সালের আইনের ৫০ ধারার অধীনে রাজ্য সরকারের নির্দেশনা জারি করার ক্ষমতা কতটা তা নির্ধারণ করার জন্য এই আদালতকে এই আইনের উদ্দেশ্য কী তা বিবেচনা করতে হবে। ১৯৭২ সালের আইন পড়ার পর এই আদালতের কাছে মনে হয় যে ১৯৭২ সালের আইনের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আবাসন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য একটি বোর্ড গঠন করা, বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলী নির্ধারণ করা নয়।

ধারা ১২ থেকে আরও স্পষ্ট যে, বোর্ডের কার্যাবলী দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য কর্মকর্তা এবং নিয়োগকর্তাদের নিয়োগ করা হয়।

২৪. ১৯৭২ সালের আইনের ৪৩ ধারা বোর্ডকে ১৯৭২ সালের আইন এবং তার অধীনে তৈরি যে কোনও নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রবিধান তৈরি করার ক্ষমতা দেয়। ২য় উপধারায় প্রবিধান প্রণয়নের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৪৩ ধারার ২য় উপধারার (ঘ) ধারাটি পশ্চিমবঙ্গ আবাসন বোর্ড (সংশোধনী আইন) ১৯৭৬-এর ৬ নং ধারা দ্বারা যুক্ত করা হয়েছিল। ৪৩ (২) (ঘ) ধারাটি এখানে নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছে -

"৪৩(১) বোর্ড সময়ে সময়ে, রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের সঙ্গে এবং এই আইনের অধীনে প্রণীত যে কোনও বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারে।

(২) এই ধরনের নিয়মাবলীর জন্য বিধান করতে পারে।

(ক) যে কোনও আবাসন প্রকল্পের অধীনে নির্মিত ভবনগুলির পরিচালনা ও ব্যবহার;

(খ) বাড়ি ও প্রাঙ্গণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য নীতিগুলি;

(গ) এর পদ্ধতি এবং এর ব্যবসার নিষ্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করা;

[(ঘ) ১৩ ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীনে গৃহীত এবং নিযুক্ত কর্মচারী ব্যতীত বোর্ডের কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলী।]"

২৫. অতএব, ধারা ৪৩ (২) (ডি) বোর্ডকে ১৯৭২ সালের আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা ১-এর অধীনে গৃহীত এবং নিযুক্ত কর্মচারী ব্যতীত বোর্ডের কর্মচারীদের পরিষেবার শর্তাবলীর জন্য প্রবিধান তৈরি করার ক্ষমতা দেয়। রিট আবেদনকারীরা ১৯৭২ সালের আইনের ১৩ (১) ধারার অধীনে আসা কর্মচারী নন। অতএব, বোর্ডের প্রবিধান তৈরি করার এবং তার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিষেবার শর্তাবলী সম্পর্কে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার একচেটিয়া এখতিয়ার রয়েছে ধারা ১৩ (১) এর অধীনে আসা ছাড়া।

২৬. রাজ্য সরকারের জারি করার ক্ষমতা আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন। একটি সংবিধির অধীনে গঠিত কর্পোরেট সংস্থার কর্মচারীদের পরিষেবার শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণের নির্দেশটি প্রীতম সিং (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সামনে বিবেচনার জন্য পড়েছিল। মাননীয়া সুপ্রিম কোর্ট ইউ. পি. আবাসন বিধানগুলি বিবেচনা করার পর ১৯৬৫ সালের

ইভাম বিকাশ পরিষদ অধিনিয়াম বলেছিল যে ১৯৬৫ সালের আইনের অধীনে গঠিত কর্তৃপক্ষের পরিষেবার শর্তাবলীর উপর নির্দেশ জারি করার কোনও অধিকার উত্তর প্রদেশ রাজ্যের নেই। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট এইভাবে রায় দিয়েছে-

"১৬. আমাদের দৃষ্টিতে, উত্তর প্রদেশ রাজ্যের অধিকার ছিল শুধুমাত্র ১৯৬৫ সালের আইনের ১৫ বা ১ ধারার অধীনে বিকাশ পরিষদকে নির্ধারিত কার্যাবলীর ক্ষেত্রে নির্দেশ জারি করার। আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিতে, কর্মচারীদের পরিষেবার শর্তগুলি বিকাশ পরিষদের কার্যাবলী গঠন করে না, এবং তাই, আমরা সন্তুষ্ট যে ১৯৭৫ সালের আইনের ২ (১) ধারার অধীনে বিবেচিত নির্দেশাবলী, উত্তর প্রদেশ রাজ্য কর্তৃক জারি করা ১৩.৯.২০০৫ এবং ১২.৭.২০০৭ তারিখের বিতর্কিত আদেশগুলিতে প্রসারিত হয় না। অতএব আমরা আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলির দ্বারা উত্থাপিত প্রথম যুক্তিতে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না।"

২৭. পরবর্তীকালে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বনাম বীরেন্দ্র কুমার ও অন্যান্যরা ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের দুই 'মাননীয় বিচারক' একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে প্রীতম সিং (উপরে)-এর ক্ষেত্রে নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন। তদনুসারে মূল বিষয়টি হল বোর্ডের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের পরিষেবার শর্ত নির্ধারণের কাজটি তার বিধিবদ্ধ কাজগুলির মধ্যে একটি কিনা একটি বড় বেঞ্চে পাঠানো হয়েছিল।

২৮. ২০২২ সালের এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ১৬২৮-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যে, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম বীরেন্দ্র কুমার ও অন্যান্যরা-এর মতে, প্রীতম সিং (উপরে)-এর সিদ্ধান্ত সঠিক আইন নির্ধারণ করে। উক্ত প্রতিবেদনের ৪৩ নং অনুচ্ছেদে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট সংক্ষিপ্তসার করেছে এর সিদ্ধান্তগুলি যা এরপরে বের করা হয়েছে।

"তিনটি প্রশ্নের উপর উপসংহার"

৪৩. উপরোক্ত আলোচনা তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আমরা উপরে যা ধরেছি তা সাপেক্ষে, আমরা প্রীতম সিংয়ের মামলায় এই আদালতের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত। তিনটি প্রশ্নের আমাদের উত্তর নিম্নরূপঃ

প্রশ্ন ১- প্রীতম সিং-এর মামলায় এই আদালতের রায় কি এই মর্মে যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলী উত্তর প্রদেশের আবাস এভম বিকাশ পরিষদের কার্যাবলী গঠন করে না, তা কি সঠিক আইনের প্রতিফলন ঘটায়, যখন রায়ে ১৯৬৫ সালের আইনের ধারা ৮, ৯২, ৯৪(২)(nn) এর বিধান উল্লেখ করা হয়নি?

উত্তর- এই সিদ্ধান্তে আইনের সঠিক প্রস্তাবনাটি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন ২- প্রীতম সিং-এর রায়ে প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি যে ইউ. পি. আবাস ইভম বিকাশ পরিষদের কাজগুলি কেবল ১৯৬৫ সালের আইনের ১৫ ধারায় বর্ণিত নির্দিষ্ট কাজগুলি যা বোর্ডের কর্মচারীদের পরিষেবার শর্তগুলি অন্তর্ভুক্ত করে না তা সঠিক আইনটি নির্ধারণ করে? যেখানে বোর্ডের কাজগুলি আইন, বিধি ও প্রবিধানের অন্যান্য বিধানগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যা ধারা ১৫ (১)-এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে "এই আইন এবং বিধি ও প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করে বোর্ডের কাজগুলিও হবে যা ১৯৬৫ সালের আইনের ধারা ৯৫ (১) (চ) অনুসারে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিষেবার শর্তাদি প্রবর্তন করে।

উ: প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর ইতিবাচক দেওয়া হয়েছে। বোর্ডের কাজগুলি ১৯৬৫ সালের আইনের ১৫ ধারা এবং তৃতীয় অধ্যায়ের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিভাগে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের উত্তর নেতিবাচক দেওয়া হয়েছে।

৩. ১৯৬৫ সালের আইন ও ১৯৭৫ সালের আইনের বিধান এবং রাজ্য সরকারের অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষমতার অধীনে ইউ. পি. আবাস ইভম বিকাশ পরিষদের আধিকারিক ও কর্মচারীদের পরিষেবার শর্ত সম্পর্কে নির্দেশ জারি করার কোনও এখতিয়ার রাজ্য সরকারের ছিল কি না?

উ: ইতিবাচক উত্তর। কিন্তু রাজ্য সরকার সর্বদা বোর্ডের কর্মচারী ও আধিকারিকদের পরিষেবার শর্ত নির্ধারণের জন্য ১৯৬৫ সালের আইনের ৯৪০০ ধারার উপ-ধারা (১) এর ধারা (n) এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিধি প্রণয়ন করতে পারে। যখনই ৯৫ ধারার উপ-ধারা (১) এর ধারা (f) এর অধীনে প্রণীত প্রবিধান এবং ৯৪ ধারার উপ-ধারা (১) এর ধারা (n) এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির মধ্যে কোনও অসঙ্গতি দেখা দেবে, তখন বিধিগুলি প্রাধান্য পাবে এবং সেই পরিমাণে প্রবিধানের যে বিধানগুলি বিধিগুলির বিরোধী সেগুলি বাতিল হয়ে যাবে।

২৯. ১৯৭২ সালের আইনের ১৭ নং ধারা বোর্ডের ক্ষমতা ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে। আইনের ২৬ নং ধারা বোর্ডের অন্যান্য দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করে। ১২ নং ধারার অধীনে অন্যান্য কর্মকর্তা ও নিয়োগকর্তাদের নিয়োগ বোর্ড দ্বারা তার কাজকর্ম দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য করা হয়। ১৯৭২ সালের আইনের ২৬ ও ১২ ধারা এবং আইনের প্রস্তাবনার সাথে পাঠ করা ১৭ নং ধারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় যে ১৯৭২ সালের আইনের উদ্দেশ্য তার অন্যান্য কর্মকর্তা ও নিয়োগকর্তাদের পরিষেবার শর্ত নির্ধারণ করা নয়। এই আদালতের মনে ১৯৭২ সালের আইনের ৫০ ধারার অধীনে বিবেচিত নির্দেশ জারি করার

জন্য রাজ্য সরকারের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রসারিত করা যাবে না। এবং/অথবা এর কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের পরিষেবার শর্তগুলি নিয়ন্ত্রণ করুন বোর্ড। ১৯৭২ সালের আইনের ৩ ধারার অধীনে গঠিত বোর্ডের ধারা ৪৩ (ঘ)-এর অধীনে তার আধিকারিক ও কর্মচারীদের পরিষেবার শর্তাবলীর জন্য প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা। এই বিষয়ে কোনও প্রবিধান প্রণয়ন না করা হলে, বোর্ডের আধিকারিক ও কর্মচারীদের পরিষেবার শর্ত সম্পর্কিত প্রশাসনিক আদেশ, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি জারি করার এবং তার আধিকারিক ও কর্মচারীদের কাছে এই ধরনের প্রকল্পের সুবিধা প্রসারিত করার জন্য সরকারের নীতি/প্রকল্প গ্রহণ করার ক্ষমতাও রয়েছে কারণ বোর্ডের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারীদের নিয়োগের কর্তৃত্ব রয়েছে তাদের পরিষেবার শর্ত নির্ধারণ করে।

৩০. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত বলে যে ১৯৭২ সালের আইনের অধীনে বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরির শর্ত নির্ধারণের বিষয়ে নির্দেশ জারি করার এখতিয়ার রাজ্য সরকারের নেই। কেবলমাত্র বোর্ডের এ বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন ও নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার রয়েছে। প্রথমটি হল অতএব, ইস্যুটির উত্তর নেতিবাচক।

৩১. দ্বিতীয় ইস্যুটির সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এই আদালত রাজ্যের বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মুখার্জির এই যুক্তি নিয়ে কাজ করবে যে বোর্ডের উপর রাজ্যের আর্থিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে যা ধারা ২১ থেকে স্পষ্ট হবে যে বোর্ডের প্রতিটি বাজেটে রয়েছে। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

৩২. ধারা ১৯-এ বোর্ডের সামনে বাজেট পেশ করার বিধান রয়েছে। এর ২য় উপধারায় বাজেটে কী কী বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। ধারা ২১-এ বলা হয়েছে যে, বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিটি বাজেট রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হবে। ধারা ২৩-এ বলা হয়েছে যে, রাজ্য সরকার দ্বারা বাজেট অনুমোদিত হওয়ার পর, বোর্ড আবাসন প্রকল্পগুলি, যেগুলির বিষয়ে বাজেটে বিধান করা হয়েছে, সরকারী গেজেটে প্রকাশ করবে এবং সেগুলি বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে যাবে। বোর্ডের বাজেট প্রস্তুতি ও অনুমোদন সম্পর্কিত বিধানগুলি পড়ার পর এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর এই আদালত বিবেচনা করে যে বাজেট অনুমোদনের জন্য সরকারের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রাথমিকভাবে আবাসন প্রকল্পের ফ্রেমিং এবং বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রণ করতে কোন উদ্দেশ্যে বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এটি নিজেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না যে এর পরিষেবার শর্ত নির্ধারণের জন্য নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের রয়েছে বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

৩৩ তা ছাড়া, রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে ২০০১ সাল থেকে বোর্ড অনুমোদনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে বাজেট পাঠায়নি। অতএব, শ্রী মুখার্জির যুক্তি গৃহীত হলেও, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে রাজ্য সরকার বোর্ডের বাজেট অনুমোদনের সময় তার আধিকারিক ও কর্মচারীদের বোর্ড কর্তৃক এমসিএএস, ০১ সুবিধা প্রদানের অনুমোদন দিয়েছে বছর ২০০১ এ।

৩৪ উপরন্তু, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবাসন বিভাগ এবং অর্থ বিভাগের সচিবরা বোর্ডের সদস্য। আবাসন বিভাগের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী হলেন চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানও রাজ্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত হন। বোর্ডের গঠন হওয়ার কারণে, রাজ্যকে এখন এই যুক্তি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না যে বোর্ড দ্বারা এমসিএএসের সম্প্রসারণ সম্পর্কে রাজ্য অবগত ছিল না। ২০০১ সালে বোর্ডের নীতিগত সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া যায় না। ১৭ বছরেরও বেশি সময় পর প্রত্যাহার করা হয়েছে।

৩৫ তদনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ বিভাগের তারিখ ১৭.১০.২০১৭ এবং পশ্চিমবঙ্গ আবাসন বিভাগের উপ-সচিব কর্তৃক বোর্ডের আবাসন কমিশনারের সাথে তারিখ ২৮.১১.২০১৭-এর যোগাযোগে থাকা নির্দেশগুলি এখতিয়ারহীন এবং তাই সেগুলি বাতিল ও বাতিল করার জন্য দায়বদ্ধ। ১৭.১০.২০১৭ তারিখের আদেশ এবং ২৮.১১২০১৭ তারিখের যোগাযোগ অনুসারে বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ফলস্বরূপ পদক্ষেপগুলিও বাতিল করার জন্য দায়বদ্ধ এবং বাতিল করা হয়েছে।

৩৬ যেহেতু প্রথম বিষয়টির উত্তর নেতিবাচক, তাই মামলায় অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের প্রশ্নই ওঠে না। দ্বিতীয় বিষয়টি একাডেমিক হয়ে উঠেছে এবং তাই এই রিট আবেদনগুলিতে বিবেচনার জন্য এটি উত্থাপিত হয় না।

৩৭ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষে বিদ্বান উকিলদের দ্বারা উদ্‌ধৃত অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলি মোকাবেলা করা হয়নি কারণ এর পরিপ্রেক্ষিতে এই রিট পিটিশনে উত্থাপিত মূল বিষয়টি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এগুলি কোনও সহায়তা করে না। এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ফলাফল।

৩৮ ডবলু পি-৩ রিট আবেদনকারীদের সুদের পাশাপাশি ছুটির বেতন ছাড়ের জন্য এবং সুদ প্রদানের নির্দেশের জন্য আবেদন করা হয়েছে। গ্র্যাচুইটি বিলম্বিত পরিশোধের ক্ষেত্রে।

৩৯ ডব্লিউপি-৩-এ গৃহীত বেশ কয়েকটি আদেশের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে, এই আদালতে এটি প্রদর্শিত হয় না যে অভিযুক্ত -এর উপর সুদের কারণে স্বস্তিগ্র্যাচুইটি বিলম্বিত পরিশোধের জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল।

৪০ ডব্লিউপি-৩-এ অভিযোগ করা হয়েছে যে, উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ একটি অবস্থান নিয়েছে যে, এমসিএএস, ০১ বাস্তবায়িত করা উচিত ছিল না। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, কর্তৃপক্ষ এমসিএএস, ০১ বাস্তবায়নের কারণে কর্মচারীদের দেওয়া অতিরিক্ত পরিমাণ অ্যাকাউন্টে প্রদত্ত পরিমাণ থেকে ছুটি নগদকরণের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছিল।

৪১ ১৫.৩.২০২২ তারিখের সমন্বয় বেঞ্চের আদেশ থেকে প্রতীয়মান হয় যে ছুটি নগদ করার জন্য গ্রহণযোগ্য বকেয়া ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়েছে।

৪২ এটি বোর্ডের নির্দিষ্ট অবস্থান যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করার পরে, ছুটি নগদকরণের সুবিধাগুলি রিট আবেদনকারীদের প্রদান করা হয়েছে।

৪৩ এই আদালত ইতিমধ্যেই রায় দিয়েছে যে ১৭.১০.২০১৭ এবং ২৮.১১.২০১৭ তারিখের আদেশগুলি বাতিল এবং বাতিল করার জন্য দায়বদ্ধ। এটি আরও বলা হয়েছে যে পূর্বোক্ত আদেশ অনুসারে বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সমস্ত ফলস্বরূপ পদক্ষেপগুলিও বাতিল এবং বাতিল করার জন্য দায়বদ্ধ। অতএব, বোর্ডকে বিবেচনা করার পরে অবসরকালীন সুবিধা প্রদান করতে হবে এমসিএএস ০১-এর ক্ষেত্রে সুবিধা, যা বোর্ড দ্বারা বর্ধিত করা হয়েছিল তার নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

৪৪ অতএব, এই আদালত মনে করে যে বোর্ডকে এমসিএএস, ০১ থেকে উদ্ভূত সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত করে ছুটি নগদকরণ সহ আবেদনকারীদের অবসরকালীন সুবিধাগুলি পুনরায় গণনা করতে হবে এবং রিট আবেদনকারীকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পার্থক্যমূলক পরিমাণ, যদি থাকে, প্রদান করতে হবে।

৪৫ বোর্ড রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে আবেদনকারীদের বেতন পুনর্বিবেচনা করে অবসরকালীন সুবিধাগুলি গণনা করে। রাজ্য সরকার বোর্ডের উপর এই ধরনের নির্দেশ জারি করতে সক্ষম কিনা তা নিয়ে আইনি সমস্যাটি ২০১৮ সাল থেকে এই মাননীয় আদালতে বিবেচনাধীন ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালতের বিবেচনাধীন দৃষ্টিভঙ্গি যে বোর্ডকে ছুটি নগদ করার সুদ প্রদানের দায়বদ্ধতায় ভারাক্রান্ত করা উচিত নয়। অতএব, আবেদনকারীদের ছুটিতে সুদ দেওয়ার অনুরোধ নগদীকরণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

৪৬ উপরোক্ত সকল কারণে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ বিভাগের ১৭.১০.২০১৭ তারিখের আদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গৃহায়ন বিভাগের উপ-সচিবের ২৮.১১.২০১৭ তারিখের আদেশ বাতিল করা হল। ১৭.১০.২০১৭ এবং ২৮.১১.২০১৭ তারিখের আদেশ অনুসারে বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সমস্ত পদক্ষেপও বাতিল করা হল। বিবাদী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হল যে রিট আবেদনকারীদের অবসরকালীন সুবিধাগুলি পুনর্গণনা করুন, যার মধ্যে রয়েছে পরিবর্তিত ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিম, ২০০১ অনুসারে শেষ বেতন কাঠামোর ভিত্তিতে ছুটি নগদীকরণ এবং তারপরে অবসরকালীন পার্থক্যের পরিমাণ এবং আবেদনকারীদের অন্যান্য সুবিধা প্রদান করুন। অতিরিক্ত উত্তোলনের অভিযোগে যে কোনও পরিমাণ, যদি আদায় করা হয়, তবে তা আবেদনকারীদের প্রদান করা হবে। এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং উপরে নির্দেশিত অর্থ প্রদান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করতে হবে, তবে এই আদেশের সার্ভার কপি পাওয়ার আট সপ্তাহের মধ্যে।

৪৭. তদনুসারে, ২০১৮ সালের ডব্লিউ. পি. এ নং. ৪২৫৬ এবং ২০১৮ সালের ৪২৯৫৭ অনুমোদিত। ২০১৯ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৮১২১ আংশিকভাবে অনুমোদিত। তবে খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

৪৮. আবেদন করা হলে, জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপিগুলি, সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করতে হবে।

(হিরণ্ময় ভট্টাচার্য,বিচারপতি)

(পি এ সঞ্চিতা, অনুপমা)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal